সংবাদ ৫৮

তারিখ 2_ AUG 1996

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ দিন ক্লাস স্থগিত

পুলিশ-ছাত্রদল বন্দুকযুদ্ধঃ আহত ২০, গ্রেফতার ২৯, হলে তল্লাশি

❑ অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার ❑ প্রভোস্টের অফিসে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও পুলিশের মধ্যে ১ ঘন্টাব্যাপী মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধে প্রায় দুই শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীসহ ২০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ৫টি হলে তল্লাশি চালিয়ে ২টি কাটা রাইফেল ও ১টি বন্দুকসহ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে এবং ২৯ জনকে আটক করেছে। পুলিশ ছাত্রদলের সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রনিকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] এক [illegible] ২৪শে আগস্ট শনিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ছাত্রদল আহূত দু'দিনব্যাপী ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গতকাল সকাল ১১টায় কলাভবনের ডিনের [illegible] সামনে ছাত্রদল কর্মীরা ১টি বেবিট্যাক্সি ভাঙচুর করে। এ ঘটনার আধাঘন্টা পর সাড়ে ১১টায় [illegible] হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদুজ্জামান সেলিম ৪/৫ জন [illegible] মধুর ক্যান্টিনে যাওয়ার পথে কলাভবনের সামনে ছাত্রদল কর্মীরা তার [illegible] আক্রমণ [illegible] এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। পুলিশ সেলিমকে [illegible] করতে এলে পুলিশের সাথে ছাত্রদলের সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

পুলিশের অভিযোগ : এ সময় ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী একজন পুলিশ অফিসারকে গলা টিপে ধরে এবং [illegible] পুলিশকে [illegible] দেয়। প্রায় একই সময় ছাত্রদল তাদের একটি [illegible] নিক্ষেপ করে। পুলিশকে লক্ষ্য করে [illegible] গুলি ছোড়া হয় [illegible] পুলিশও লাঠি চার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। ফলে পুলিশ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

বন্দুকযুদ্ধ : পৃঃ ৭ কঃ ৬

বন্দুকযুদ্ধ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সময় ছাত্রদল অবস্থান নেয় ডাকসু ভবন ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে। অপর পক্ষে পুলিশ অবস্থান নেয় কলাভবন এলাকায়। পুলিশের অন্য একটি গ্রুপ ভিসির বাসভবনের সামনে দিয়ে কলাভবনের পশ্চিম পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়। এদিকে মুহসীন হল ও সূর্যসেন হল থেকেও পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ১ঘন্টাব্যাপী গোলাগুলির সময় পুলিশ কমপক্ষে দেড়শ' টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। অপর পক্ষে ছাত্রদল পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি করে।

ছাত্রলীগও টিএসসি থেকে ৫/৭ রাউন্ড এবং জহুরুল হল থেকে ২০/২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ফলে টিয়ার গ্যাসে সমগ্র ক্যাম্পাস এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বারুদের গন্ধ আর বিকট আওয়াজে ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে ভীতি এবং আতংক। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর কপালে টিয়ার গ্যাসের সেল লেগে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এ্যানী বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ্যানীর কপালে দেড় সেন্টিমিটার গভীর একটি ক্ষত হয়েছে। আহত ছাত্রলীগ নেতা সেলিম জেনারেল মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ্যানীকে দেখার জন্য গতকাল সন্ধ্যায় বিরোধীদলীয় উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মান্নান ভূঁইয়া, মতিন চৌধুরী, আমান উল্লাহ আমানসহ প্রায় ২০/২৫ জন নেতা হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে থম থম অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্রদল ছাত্রলীগ দু'দলই উত্তেজিত। বিভিন্ন হলসহ ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

তল্লাশি : পুলিশের সাথে ছাত্রদলের গোলাগুলির ঘটনার পর দুপুর ১টার দিকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ এবং সাদা পোশাকধারী পুলিশ একযোগে ৫টি হলে তল্লাশি চালায়। এ হলসমূহ হচ্ছে সূর্যসেন হল, মুহসীন হল, জিয়া হল, জসীমউদদীন হল ও এফ রহমান হল। দীর্ঘ ৩ ঘন্টাব্যাপী তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ এ হলসমূহ থেকে ২টি কাটা রাইফেল, ১টি কাটা বন্দুক, ৩৬০ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গুলি, ৩টি বন্দুকের গুলির খোসা, ৪টি ক্রেকার ও ১টি গুলি রাখার বেল্ট উদ্ধার করে। এর মধ্যে পুলিশ জসীমউদদীন হলের হাউজ টিউটরদের বিল্ডিং-এর ছাদের চিলেকোঠা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১টি কাটা রাইফেল উদ্ধার করে। পুলিশ কাঁটাবন ক্রসিং-এ ছাত্রদলের সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রনিকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে ১টি কাটা রাইফেল উদ্ধার করেছে। মুহসীন হলের ৫০৫ নম্বর কক্ষ থেকে ১টি বন্দুক উদ্ধার করেছে। এ সময় পুলিশ ২৯ জনকে আটক করেছে। আটককৃতরা রমনা থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

পুলিশের হল তল্লাশির পর মুহসীন হলের ছাত্ররা হল প্রভোস্টের কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের দু'টি গাড়ি এসে আগুন নেভায়।

ছাত্রদলের সাংবাদিক সম্মেলন : ছাত্রদল গতকাল সন্ধ্যায় ডাকসু ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মধ্যযুগীয় কায়দায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তারা ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানীসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে আহত করেছে। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, হল তল্লাশির নামে পুলিশ বাহিনী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের নামে [illegible] দায়ের করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দু'দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং আগামী [illegible] সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনোয়ার হোসেন রানা, শাহাবুদ্দিন নান্টু, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন প্রমুখ।

ছাত্রলীগের সাংবাদিক সম্মেলন : গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ (শা-পা) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে গত ২০শে আগস্ট ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হই। বৈঠকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি হয়; কিন্তু হাইকমান্ডের নির্দেশে তারা চুক্তিভঙ্গের খেলায় মেতে ওঠে। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্মঘটের নামে জোর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে তালা ঝুলিয়ে দেয়। অস্ত্রের মুখে মধুর ক্যান্টিন জিম্মি করে রাখে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ নেতা সেলিমকে অস্ত্রের মুখে [illegible] তাকে নির্মমভাবে প্রহার ও [illegible] করে। কর্তব্যরত পুলিশ এ সময় [illegible] উদ্ধার করতে গেলে ছাত্রদল সভাপতি অস্ত্র উঁচিয়ে পুলিশকে বাধা দেয় এবং পুলিশ অফিসারকে লাঞ্ছিত করে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে ছাত্রদল এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নিজেরাই বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর করেছে এবং মুহসীন হলের প্রভোস্টের কক্ষে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

টিএসসি'র টিচার্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, অজয় কর খোকন, পংকজ দেবনাথ, শাজাহান আলম সাজু, বাহাদুর বেপারী প্রমুখ।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা : গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিবৃতি-দানকারী সংগঠনসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন ও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

সিন্ডিকেটের জরুরি সভা : গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে তার বাসভবনস্থ অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। সিন্ডিকেটের এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং আগামী ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস স্থগিত ঘোষণা হয়।

শিক্ষক সমিতির বিবৃতি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, কয়েকটি হলে অস্ত্রধারীদের বিপুল সমাগমের আশংকাজনক খবরাখবর ক'দিন যাবৎ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যথাযথ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এতে তারা ক্ষোভ প্র[illegible] করেন। বিবৃতিতে মুহসীন হলের প্র[illegible] বাসায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা[illegible] জানানো হয় এবং এর সঙ্গে [illegible] ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যা[illegible] [illegible] হয়[illegible]